3-1-92

পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিবেদিত
সত্যজিৎ রায়ের কাহিনী অবলম্বনে
সন্দীপ রায়ের

গুপী গাইন বাঘা বাইন

ইস্টম্যানকালার

গল্প

শ্বশুরমশাই বনবাসী হয়ে যাওয়ার পর গুপী ও বাঘা এখন শুণ্ডীর রাজা। কিন্তু সিংহাসনে বসে বসে এই একঘেঁয়ে জীবনযাপন আর তাদের ভালো লাগেনা— আর ভালো লাগেনা যে বয়স ক্রমেই বর্ধমান।

এমন সময় আনন্দপুরের রাজা তাদের প্রধান অতিথি হিসাবে নিমন্ত্রণ করেন এক জাদুর বাজিতে। গুপী-বাঘা মহা খুশি। তারা আনন্দপুর অভিমুখে বেরিয়ে পড়ে। সঙ্গে আছে ভূতের রাজার দেওয়া তিন বর— যার সাহায্যে তারা যা খেতে চাইবে বা যে পোষাক প'রতে চাইবে সঙ্গে সঙ্গে তা পেয়ে যাবে; তাদের গান ও বাজনা শুনে সবাই সম্মোহিত হবে, আর আছে জাদু-জুতো, যা তাদের যে কোনো জায়গায় নিমেষের মধ্যে নিয়ে যেতে পারবে।

আনন্দপুর রাজসভায় গুপী-বাঘার সঙ্গে আলাপ হয় ব্রহ্মানন্দ আচার্য-র। ব্রহ্মানন্দ সম্প্রতি সেখানে এসেছেন স্বাস্থ্যের জন্য— রাজামশাইয়ের অতিথি হয়ে আছেন আনন্দগড় কেল্লায়। সকলে তাকে অতি সজ্জন এবং পণ্ডিত ব্যক্তি বলে মনে করলেও, আসলে তিনি এক অসাধু তান্ত্রিক। চল্লিশ বৎসর এক পিশাচসিদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, তার গুরুর কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন একাধিক অলৌকিক ক্ষমতা ও সম্মোহনের প্রক্রিয়া। কিন্তু ব্রহ্মার অবিনশ্বর হওয়ার লোভ থেকে গুরু তাকে বঞ্চিত করেন, কারণ তিনি বলেন— 'আমি দিব্যদৃষ্টি দিয়ে জেনেছি যে তোর মৃত্যুবায়সের দস্যুবৃত্তির ফলে তুই যে রত্নরাজি সঞ্চয় করেছিলি, তুই সেগুলি এখনো পরিহার করিসনি। অর্থাৎ তুই এখনো নির্লোভ হতে পারিসনি।' গুরু আরও জানান, যে ব্রহ্মার মৃত্যুর কারণ হবে বিক্রম নামে এক দ্বাদশবর্ষীয় বালক, যে থাকে আনন্দপুরে।

রাজসভায় গুপী-বাঘার জাদুর বহর দেখে, ব্রহ্মার এক ফন্দি মাথায় আসে। তিনি গুপী-বাঘার সঙ্গে আলাপ করে, তাদের আনন্দগড় কেল্লায় যাবার আমন্ত্রণ জানান। গুপী-বাঘা রাজি হয়।

কেল্লায় ব্রহ্মানন্দ গুপী-বাঘাকে তার আসল পরিচয় দিয়ে তাদের উপর একটা কাজের ভার দেন। গুপী-বাঘা তাদের জাদুর সাহায্যে শঙ্খপুর, কাঞ্চনপুর ও বিশালনগর— এই তিন রাজ্যের রাজার শিরস্ত্রাণ থেকে তিনটি বহুমূল্য রত্ন তাকে এনে দেবে। এর বিনিময়ে তাদের বিশ বৎসর বয়স কমিয়ে দেবেন ব্রহ্মানন্দ— কারণ সেই বিশেষ প্রক্রিয়াও তার জানা আছে।

জোয়ান হওয়ার লোভে গুপী-বাঘা উৎসাহিত হয় ঠিকই, কিন্তু অসৎ পথে যেতে তাদের কিছুটা বাধে। তারা ব্রহ্মার কাছে দু'দিন সময় চায়।

এইবার ব্রহ্মানন্দ তার আসল কাজে মেতে ওঠেন। ভৃত্য চুম্বকের সাহায্যে আনন্দপুরে বিক্রম নামে বারো বছরের যত ছেলে আছে, সকলকে তার কেল্লায় এনে হাজির করে তাদের সম্মোহিত করেন। তারপর তার উচ্চস্বরে ঘোষণা— 'এখন আমি নিশ্চিন্ত— এখন আমি অমর!'

এদিকে হারানো ছেলের বাপেরা অসহায় হয়ে গুপী-বাঘার শরণাপন্ন হয়। গুপী-বাঘা তাদের ভরসা দেয়।

যথারীতি দু'দিন পর তারা ব্রহ্মার প্রস্তাব নাকোচ করতে কেল্লায় যায়। কিন্তু তার সঙ্গে দেখা হবার আগেই তারা সম্মোহিত ছেলেদের আবিষ্কার করে। অগত্যা গুপী-বাঘা ঠিক করে ফেলে যে ছেলেদের যদি উদ্ধার করতেই হয়, তাহলে সেই তান্ত্রিকের খপ্পড়ে পড়া ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই।

সুতরাং ব্রহ্মার কথা অনুযায়ী তারা ছদ্মবেশ ধারণ করে শঙ্খপুর ও কাঞ্চনপুরের দুটি রত্ন তাকে এনে দেয়। কিন্তু একদিন রাত্রে গুপী-বাঘার স্বপ্নে আবির্ভাব হন ভূতের রাজা— 'তোরা বাঁকা পথে কেন যাস? আমি মনে বড়ো ব্যথা পাই! গান গেয়ে মাপ চাস— সব পাপ ধুয়ে যাবে, সব কালি মুছে যাবে!' এবারে গুপী-বাঘা তাদের বয়স কমানোর কথাটা বলে। 'তোরা যদি দুই কুড়ি হোস তাতে ক্ষতি কিবা?'— ভূতের রাজা তাদের আশ্বাস দেন— 'মন যদি তাজা থাকে, জ্ঞান যদি বেড়ে থাকে, মান যদি বেড়ে থাকে, সেই ভালো, সেই চাই!'

ভূতের রাজার নির্দেশমতো পরদিন ভোরবেলা সূর্যালোকে গান গেয়ে গুপী ক্ষমা প্রার্থনা করে। এর খানিক পরেই গুপী-বাঘার সঙ্গে দেখা হয় প্রবীন পণ্ডিত নারায়ণ ন্যায়রত্নের। ন্যায়রত্ন মশাই তখন উদভ্রান্ত হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন তার নাতি কানুকে। কানুর সঙ্গে কয়েক দিন আগেই গুপী-বাঘার আলাপ হয়েছে। কানু কোথায় জিজ্ঞেস করাতে ন্যায়রত্ন উত্তর দেন— 'চারদিন আগে তার বারো বছর পূর্ণ হয়েছে। আর সেই দিন থেকে সে সব অদ্ভুত কথা বলতে শুরু করেছে। কাল বলছিল আজ সে কেল্লার দৈত্যকে মারবে!' 'কানুর কি কোনো ভালো নাম আছে?'— বাঘা প্রশ্ন করে। 'কী আর বলব!'— ন্যায়রত্ন বিষণ্ণ হয়ে ওঠেন— 'তার ভলো নাম ছিল বিক্রম— আমিই নামকরণ করি। কিন্তু করার অল্পক্ষণের মধ্যেই কানুর বাবা— আমার একমাত্র পুত্র, বজ্রাঘাতে মারা যায়। তাই সে নাম আর ব্যবহার করা হয়নি। কানু নিজেও জানেনা।'

নানা জায়গা তোলপাড় করে গুপী-বাঘা যখন অবশেষে কানুর সন্ধান পায়, তখন সে একাগ্রভাবে হেঁটে চলেছে কেল্লার দিকে। গুপী-বাঘাও তার সঙ্গ নেয়...

গুপীর গান
অনুপ ঘোষাল

ক্যামেরা
বরুণ রাহা

শিল্প নির্দেশক
অশোক বোস

সম্পাদক
দুলাল দত্ত

শব্দগ্রহণ
সুজিত সরকার

অতিরিক্ত শব্দগ্রহণ
জ্যোতি চ্যাটার্জি
অনুপ মুখোপাধ্যায়

মেক-আপ
অনন্ত দাশ

সাজসজ্জা
ললিতা রায়

প্রধান কর্মসচিব
অনিল চৌধুরী

ব্যবস্থাপনা
ভানু ঘোষ
সুরজিৎ সেনগুপ্ত
সুধাংশু চ্যাটার্জি

কানুর গান
শুভ্রনীল চ্যাটার্জি

গান ও আবহসংগীত রেকর্ডিং
সুশান্ত ব্যানার্জি

রিরেকর্ডিং
হিতেন্দ্র ঘোষ

প্রযোজনা
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কাহিনী/সংগীত সত্যজিৎ রায়

চিত্রনাট্য/পরিচালনা সন্দীপ রায়

অন্তর্দৃশ্যগ্রহণ
ইন্দ্রপুরী স্টুডিও

ইস্টম্যানকালার
রূপায়ণ

অপ্টিক্যালস
প্রসাদ ফিল্ম
ল্যাবরেটরি

স্থিরচিত্র
নিমাই ঘোষ

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনা
রমেশ সেন
সুব্রত লাহিড়ী
রমেন চ্যাটার্জি

সংগীত
অলোক দে

ক্যামেরা
অনিল ঘোষ
পরিতোষ কর্মকার
সুদামা রাম

শিল্প নির্দেশক
ভোলা মালি
শতদল মিত্র

সম্পাদক
কাশীনাথ বোস
কে. মনি

শব্দগ্রহণ
মহেন্দ্র রাম

মেক-আপ
বিশু দাশ

সাজসজ্জা
বাবলু দাশ
বুড়ো সেন
অশোক বাগ
দীনেশ মজুমদার
অনন্ত মণ্ডল

ব্যবস্থাপনা
বলাই আঢ্য
ত্রৈলোক্য দা"
দুলাল সাহা
মানিক দে
রাম মণ্ডল

আলোকসম্পাত
দুঃখীরাম নস্কর
তুলসী মিত্র
অমূল্য দাশ
বেনু মজুমদার

পরিবেশনা : ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিল্ম ডিভেলপমেন্ট কর্পোরেশন

অভিনয়ে

রবি ঘোষ • তপেন চট্টোপাধ্যায় • অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রমোদ গাঙ্গুলী • হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় • ভীষ্ম গুহঠাকুরতা • পূরব চ্যাটার্জি • খোকা মুখার্জি • কামু মুখার্জি • রমেশ মুখার্জি
শম্ভু ভট্টাচার্য • সুনীল সরকার • দেবতোষ ঘোষ • সমরেশ ব্যানার্জি • সোমনাথ মজুমদার • কমল দেব
গোবিন্দ মুখার্জি • পূর্ণেন্দু মুখার্জি • কার্তিক চট্টোপাধ্যায় • নির্মল মিত্র • প্রবোধ মুখার্জি • অভয় মিত্র • পরিমল রায় • মিহির পাল
নীলমণি রায় • সোমনাথ মুখার্জি • শচীন চক্রবর্তী • ফকিরদাস কুমার • কল্যাণ দে
অলোক দাশ • দুলাল চৌধুরী • রবি ব্যানার্জি • শান্তনু মুখার্জি • জগদীশ মুখার্জি • দিলীপ চট্টোপাধ্যায়
তরুণ রাহা • অনিল ব্যানার্জি • শম্ভু চক্রবর্তী • সঞ্জয় দাশ • সাম্যব্রত ব্যানার্জি • প্রদীপ সরকার • শৈলেশ্বর • শঙ্করলাল
সতীপ্রসাদ • সঞ্জিৎপ্রসাদ • শ্যামলকুমার • অরুণ ব্যানার্জি • গৌরাঙ্গ • শ্যামাপ্রসাদ বসু • নরেণ মোদক

এবং

পৃথ্বিরাজ সিনহা • স্যামন্তক মুখোপাধ্যায় • দেবর্ষি দত্তগুপ্ত • অনির্বাণ দত্তগুপ্ত
রুদ্র ভৌমিক • অগ্নিভ দে • রণীতেন্দ্রনাথ ঠাকুর • সুমন ঘোষ • অভিষেক সরকার • শোভেন্দু ব্যানার্জি
সম্বর্তক সরকার • সুমন দাশগুপ্ত • অনির্বাণ চ্যাটার্জি • শুভাশীষ গুপ্ত • অভিমন্যু রায়

গান

১

কত কাল পরে মোরা এসেছি আবার!
যত ভাইবোনেরা চলো মোদের সাথে
তেপান্তরের পার—
ডাক পড়েছে দূর দেশে যাবার—
কত কাল পরে মোরা এসেছি আবার!
মোদের শ্বশুরমশাই বনবাসী—
তাঁর বয়স হল অষ্টআশি—
তাই মোরাই এখন রাজা
গুপী-বাঘা রাজা
শুণ্ডীদেশের রাজা!
তবে রাজা হওয়ার ব্যাপারটাকি
এই বেলাতে বলে রাখি—
নেইকো এতে ঢাকাঢাকি কোনো—
এবার শোনো—
মনটা যাদের ঘোরে মাঠে ঘাটে
সিংহাসনে বসে বসে
সময় তাদের কেমন করে কাটে?
দূর ছাই! দূর ছাই!
এইবারে সব ছেড়েছুড়ে
বেরিয়ে পড়া চাই!
মন্ত্রী করুন প্রজা পালন—
সরে পড়ি মোরা দুজন—
বন্দী হয়ে মনটা হল ভার,
দিন কাটেনা আর!
কত কাল পরে মোরা এসেছি আবার!
মোদের আরও বলা বাকি—
কোথায় যাব যাবার কারণটাকি—
এখান থেকে অনেক দূরে
পশ্চিমে আনন্দপুরে—
রাজসভাতে যাদুর হবে বাজি,
মোদের ডাক পড়েছে তাই,
মোরা এক কথাতেই রাজি—
মোরা ভূতের বরে ভেল্‌কি করি,
সবাই বলে আহামরি
জেনো সেটা বড়ই মজাদার—
বড়ই মজাদার!
কত কাল পরে মোরা এলাম আবার—
মোরা এলাম আবার!

২

অ্যাদ্দিনে দুইজনে ঘর ছেড়ে হয়েছি বার—
তাইতো মোরা ভাবনা ভুলে, হালকা মনে,
গান করি আবার!
মোরা মানিকজোড়—
গুপী-বাঘা মোরা মানিকজোড়!
মোদের মতন জুটি খুঁজে
পাবেনাকো আর!
মোরা যাই করি তাই করি জোটে
সেইভাবে ভাব জমে ওঠে—
বিশটা বছর কেটে গেল
কেমন চমৎকার!

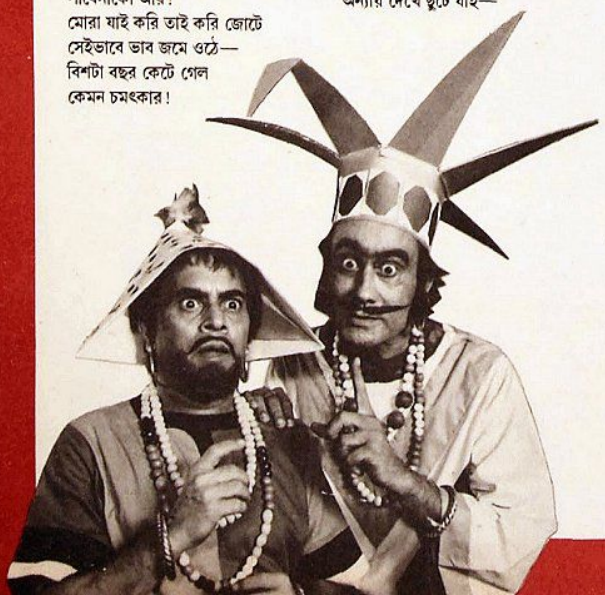

সা গা রে সা নি ধা
পা মা গা রে সা নি—
অ্যাদ্দিনে দুইজনে ঘর ছেড়ে হয়েছি বার—
তাইতো মোরা ভাবনা ভুলে, হালকা মনে,
গান করি আবার!
মোরা চলি, মোরা দেখি—
মোরা শুনি, মোরা শিখি—
অনেক চলে, অনেক দেখে—
অনেক শুনে, অনেক শিখে—
কেটে গেছে মনের অন্ধকার—
মোরা এখন জবর সমঝদার!
সা গা রে সা নি ধা
পা মা গা রে সা নি—
অ্যাদ্দিনে দুইজনে ঘর ছেড়ে হয়েছি বার—
তাইতো মোরা ভাবনা ভুলে, হালকা মনে,
গান করি আবার!

৩

সুধীজনে যত আছ
সবারেই করজোড়ে নমস্কার—
করি নমস্কার!
এই তো মোদের গানের শুরু—
মোদের বুকটা করে দুরু দুরু—
কাজ যদি না হয়,
গানে কাজ যদি না হয়—
তাইতো মোদের ভয়!
তবে দেখে শুনে বুঝি যতদূর—
কাজ করেছে মোদের গানের সুর—
কই, কেউ তো নড়ে না—
কারুর চোখের পাতা পড়ে না—
ফূর্তি! ফূর্তি!
চারিপাশে দেখি পাথর মূর্তি!
এইতো মোদের সেরা যাদু—
এবার সভার যত অবাক লোকে
সবাই মিলে বল সাধু, সাধু!
বল সাধু, সাধু!

৪

মিছামিছি কর কেন চিন্তা—
বলি ভাবনার কিছু নাই!
মোরা দুজনাতে আছি
তোমাদের কাছাকাছি—
যদি কিছু ঘটে তবে
জেনে রেখো এটা সবে
কোনো বিপদের মোরা কভুনা ডরাই!
মিছামিছি কর কেন চিন্তা—
বলি ভাবনার কিছু নাই!
মোরা ভূতের রাজার বরে ধন্য—
মোদের সাধ্য অনেক সেই জন্য—
তাই মোরা দুজনাতে,
এক জোটে এক সাথে,
অন্যায় দেখে ছুটে যাই—
তাই বলি নেই কোনো শঙ্কা—
(মোরা) যমেরে দেখাই লবডঙ্কা!
ঘরে গিয়ে বসে থাকো,
কোনো দ্বিধা কোরোনাকো,
জেনে রাখো মোরা কভু
করিনা বড়াই!
মিছামিছি কর কেন চিন্তা—
বলি ভাবনার কিছু নাই!

৫

কেমন বাঁশি বাজায় শোনো
মাঠেতে রাখাল—
তার সুরে বুঝি জাদু আছে
মন হল মাতাল।
গাছের ছায়ায় বসে মাঠে,
সুরের ঘোরে সময় কাটে—
সূর্যি নেমে গেল পাটে,
নাই কোনো খেয়াল।
কেমন বাঁশি বাজায় শোনো
মাঠেতে রাখাল।

৬

আ আ আ আ
আজ আজ আজ আজ
আজ থেকে, আজ থেকে,
আজ থেকে মোরা হয়েছি তৈয়ার—

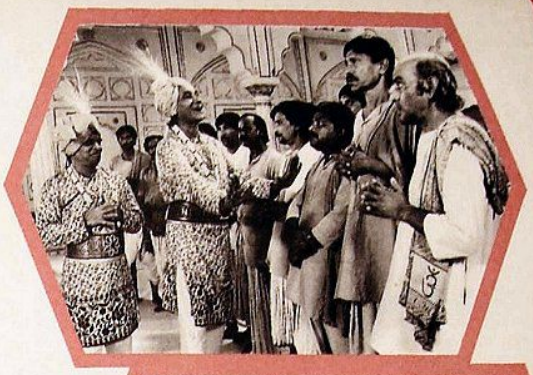

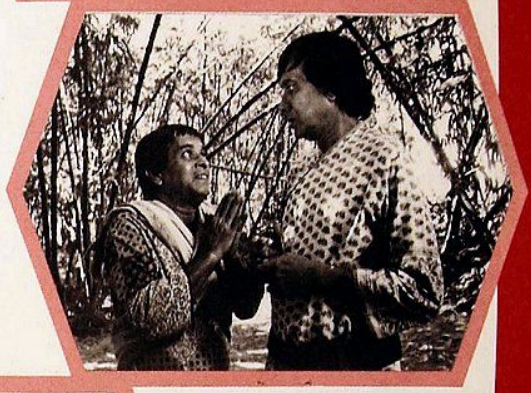

গুপী-বাঘা মোরা নেই জেনো আর—
মোরা কি মানুষ নাকি জানোয়ার—
নাহি জানি উত্তর—
মোরা যে ভয়ংকর!
মনিবের মোরা অন্ধ ভক্ত—
শিরায় মোদের ঠাণ্ডা রক্ত—
শয়তানি কাজে শক্ত পোক্ত—
হয়েছি ধুরন্ধর—
মোরা যে ভয়ংকর!
অ্যাদ্দিন মোরা ছিলাম আঁধারে—
দুষ্ট দমন করে বারে বারে—
ভুলটা এবার জানি হাড়ে হাড়ে—
ভালোরে করেছি পর—
(মোরা) ভালোরে করেছি পর—
মোরা যে ভয়ংকর!

৭

হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার!
সব কাজ বন্ধ, হাঁটা চলা বন্ধ,
ওঠা বসা বন্ধ, কথা বলা বন্ধ,
চুপটি করে, মুখটি বুজে,
থমকে থেমে থাক!
এই ফাঁকেতে কাজটা সারা যাক্!
এইটা মোরা জানি—
এরেই বলে দিনে রাহাজানি!
এমন করার কিই বা কারণ,
সেইটা মোদের বলা বারণ,
মোরা শুধু গুরুর আদেশ মানি!
এইবারেতে কাজ—
তোমার কাছে আসা মহারাজ!
হীরা এলো মোদের হাতে—
মোরা এবার যাই তফাতে—
ফিরে আসা এই সভাতে
হবেনাকো আর!
হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার!

৮

হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার!
মোরা আসি ধেয়ে ধেয়ে,
দ্যাখরে তোরা চেয়ে চেয়ে,
ক্যামনে মোরা গেয়ে গেয়ে,
করি মোদের কাজ—
তোরা দ্যাখ্‌রে চেয়ে আজ!
মোটা ইনাম পেয়ে পেয়ে,
পেট ভরে রোজ খেয়ে খেয়ে,
দেশে দেশে যেয়ে যেয়ে,
করি মোদের কাজ—
তাতে নাইকো কোনো লাজ,
দ্যাখরে চেয়ে আজ!
ওইযে হীরা শোভে শিরস্ত্রাণে—
মোরা এলাম ওটার টানে।
ওইটা মোদের চাই!
দ্যাখরে তোরা কেমন করে
ওটারে হাতাই!
মোদের কাজ হয়েছে শেষ,
এবার মোরা ঘরে ফিরে যাই—
গুডবাই! গুডবাই! গুডবাই!

৯

ওইযে দেখ দিনের আলো ফোটে—
পূবের আকাশ রাঙা করে
সোনার সূরয ওঠে—
এই আলোতে চাইছি মোরা মাপ,
মোদের কর ক্ষমা—
আর কভু না করব এমন পাপ!
লজ্জা! ছি, ছি লজ্জা!
আর তো কালো নাই—
মনের কালি মুছে গিয়ে
আবার মোরা ভালো—
মোরা ভালো, মোরা ভালো—
এত আলো!

১০

ওরে শয়তান!
তোর শয়তানির আজ হল অবসান!
এসেছে তোর যম!
তোর শাস্তি এবার হবেরে চরম!
নির্মম! শয়তান!
ওরে শয়তান!
এইবারে আর নাইরে পরিত্রাণ!

১১

আজকে মোদের আরাম বড়
শেষ হয়েছে মোদের কাজ!
ভূত ছাড়ানোর শেষে,
মোরা ফিরব আবার দেশে—
সিংহাসনে বসে আবার
হব মহারাজ!
তোমরা যে যেখানেই থাকো—
মোদের ভুলোনাকো—
তোমরা রবে মোদের মনে
সকাল থেকে সাঁঝ—
সকাল থেকে সাঁঝ!

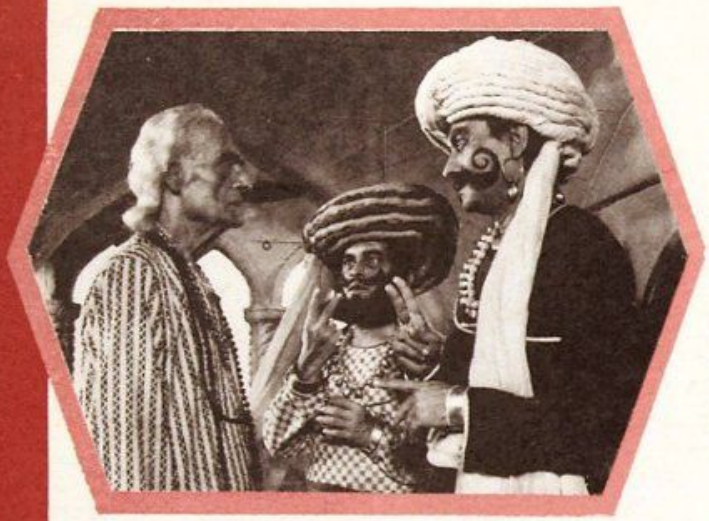

Government of West Bengal
presents

GOOPY BAGHA PHIRAY ELO

(The Return of Goopy and Bagha)
Story • Music
SATYAJIT RAY
Screenplay • Direction
SANDIP RAY

Granted 3 wishes by a benign King of the Goblins, Goopy and Bagha can get food and clothes for the asking, hold people spellbound with their singing and drumming, and travel to any place in the twinkling of an eye by wearing magic slippers.

Married to the two daughters of the King of Shundi, they are now Kings themselves, their father-in-law having retired. No longer young and regretting the loss of youth, Goopy and Bagha are invited by the King of Anandapur to attend a contest of magicians.

One of the invitees to the contest is Brahmananda Acharya, ostensibly a venerable septuagenarian recently arrived in Anandapur and staying in an abandoned castle. In reality, Acharya had served as a disciple of a Tantric wizard for 40 years. The Guru had passed on to Acharya some of his supernatural powers, but withheld the secret of immortality because as he says, 'my inner vision tells me that you'd been a bandit in your youth and that your lust for precious gems still persists. The Guru also tells Acharya that the cause of his death will be a 12 year old boy named Bikram who lives in Anandapur.

Impressed and intrigued by their magical powers, Acharya invites Goopy and Bagha to the castle, reveals his real identity to them and offers to make them younger by 20 years if they would, using their magic, obtain from the crowns of three Kings of three different countries, three of the most priceless jewels in the world.

Thrilled at the prospect of renewed youth but hesitant about straying from the path of virtue, Goopy and Bagha ask for time.

Meanwhile, Acharya, with the aid of his crafty servant, rounds up all the boys in Anandapur who are 12 year old and who bear the name of Bikram. He casts a spell on them so that they become his obedient servants. 'Now I'm immortal !' he declares.

Going to the castle with intention of turning down Acharya's offer, Goopy and Bagha fortuitously discover the boys, whom they had heard as missing, turned into automatons. They realise that in order to rescue the boys, they have to submit to Acharya's wishes.

Goopy and Bagha disguise themselves to obtain two of the priceless gems, when one night the King of the Goblins appears in Goopy and Baghas' dreams and tells them that he has been pained by their efforts on behalf of an evil person. 'Sing and ask for forgiveness and your hearts will be pure again. And don't forget that growing old is a natural process.'

Waking up in the morning, Goopy sings to the rising sun and asks for forgiveness.

Soon after, Goopy and Bagha run into the pundit Nayratna looking desperately for his grandson Kanu. They had met Kanu earlier and had been taken with his guileless charm. 'Where has Kanu gone ?' asks Goopy. 'He said there was a demon living in the castle and that he would go and teach him a lesson,' replies a distressed Nayratna. 'All the things he's been saying ever since he turned 12 yesterday !' 'Is Kanu your grandson's only name ?' asks Bagha. 'It's a sad story,' says Nayratna. 'I christened him Bikram, but minutes later his father, my only son, was struck by lightning and died. So his real name was never used.'

Goopy and Bagha catch up with a resolutely marching Bikram and they go into the castle. Finally, they succeed in quelling Acharya, and victory is achieved by thwarting the forces of evil.